অক্টোবর বিপ্লবের শতবর্ষ ১৯১৭-২০১৭

বাংলাদেশে শোষণমুক্তির সংগ্রাম তীব্রতর করে শোষণহীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আহ্বান

৬ অক্টোবর '১৭ শাহবাগ জাতীয় জাদুঘরের সামনে অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর সভাপতিত্বে অক্টোবর বিপ্লব শতবর্ষ উদ্‌যাপন জাতীয় কমিটির মাসব্যাপী কর্মসূচির উদ্বোধনী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। অক্টোবর বিপ্লব শতবর্ষ উদ্‌যাপন সাংস্কৃতিক পর্ষদের শিল্পীবৃন্দ সমবেত সংগীত পরিবেশন করেন। তাদের সাথে সমগ্র সমাবেশ কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক সঙ্গীত কণ্ঠ মেলায়। শ্রমিক-কৃষক-মেহনতি মানুষের নেতা আজীবন সংগ্রামী কমরেড জসীম উদ্দীন মণ্ডলের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

স্বাগত বক্তব্য দেন সমাবেশের সভাপতি ও অক্টোবর বিপ্লব শতবর্ষ উদযাপন কমিটির অন্যতম আহবায়ক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। তিনি শতবর্ষ উদযাপন কমিটির মাসব্যাপী কর্মসূচি ও ৭ নভেম্বরের সমাপনী মহাসমাবেশ ও লাল পতাকা মিছিল এবং এ সময়কালের মধ্যবর্তী বিভিন্ন শ্রেণিপেশা ওগণসংগঠনসমূহের কর্মসূচিগুলো তুলে ধরেন।

শতবর্ষ উদযাপন কমিটির উদ্যোগে ৮ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিতব্য 'বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে বামপন্থিদের ভূমিকা' শীর্ষক সেমিনারের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, নানা ভ্রান্তি, কুৎসা রটনার মধ্য দিয়ে বামপন্থিদের ইতিহাস ঢেকে দেয়ার অপচেষ্টা গত ৪৬ বছর ধরে এদেশে চলেছে। সময় এসেছে বামপন্থিদের ভূমিকা জনগণের সামনে উন্মোচিত করার।

তিনি আরও বলেন, রুশ বিপ্লব মানব মুক্তির ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ঘটনা। এ বিপ্লব মানুষের মুক্তির দিশা নির্দেশ করেছে। ঔপনিবেশিক শোষণে নিপীড়িত জাতিসমূহকে শোষণের নিগড় ভাঙতে অনুপ্রাণিত ও সমর্থন জুগিয়েছে রুশ বিপ্লব এবং তার রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়ন। ৭০ বছর স্থায়ী হবার পর সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার যে পতন ঘটেছে, তা সমাজতন্ত্রের পতন নয়, ধাপে ধাপে সমাজতন্ত্রের চিন্তা থেকে সরে আসার ফল। ছিল বাইরে থেকে পুঁজিবাদীদের উৎপাত, অবরোধ ও আক্রমণ। সোভিয়েতের পতনের ফলে সারা পৃথিবীর মানুষকে আজ চরম মূল্য দিতে হচ্ছে। মানুষের ক্ষোভ ও দুর্দশা জানিয়ে দিচ্ছে সভ্যতা কোন বর্বরতায় গিয়ে পৌঁছেছে। এ ব্যবস্থা চললে পৃথিবীর ধ্বংসই ঠেকিয়ে রাখা অসম্ভব হবে। বলা হচ্ছে নৈতিকতার অধঃপতন ঘটেছে। কিন্তু আসল সত্য হলো এই যে, পুঁজিবাদ তার নিজস্ব নৈতিকতাকেই সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছে। এই নৈতিকতা মনুষ্যত্বের মর্যাদা দেয় না; মুনাফা চেনে, ভোগলালসায় অস্থির থাকে, মানবিক বিবেচনাগুলোকে পদদলিত করে।

তিনি বলেন, বৈজ্ঞানিক নিয়মে পুঁজিবাদের বিনাশ হবে। পুঁজিবাদের বিনাশ মানে ব্যক্তি মালিকানার সমাপ্তি। আগামীর ভবিষ্যৎ হচ্ছে ব্যক্তি মালিকানার পৃথিবীর পরিবর্তে সামাজিক মালিকানার মানবিক বিশ্ব গড়ার।

তিনি আরও বলেন, সম্প্রতি মায়ানমারে যখন গণহত্যা চলছে, প্রাণভয়ে রোহিঙ্গারা পালিয়ে আসছে বাংলাদেশে, সেই সময় চীন দাঁড়িয়েছে পীড়নকারী মিয়ানমার সরকারের পক্ষে। রাশিয়ার আচরণও একই রকম। যে ভারত আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় এক কোটি মানুষকে আশ্রয় দিয়েছে, সেও দাঁড়িয়েছে মিয়ানমারের পক্ষে। কারণ একই–পুঁজিবাদী স্বার্থ। সমাজতন্ত্রের অনিবার্যতা ও প্রাসঙ্গিকতা এভাবে বার বার সামনে আসছে। ফলে অক্টোবর বিপ্লবের শতবর্ষ উদ্‌যাপন কোন আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং এমন একটি উদ্দীপনা সৃষ্টি করা যা সমাজতন্ত্রের পক্ষে দাঁড়ানো মানুষদেরকে ঐক্যবদ্ধ হতে উদ্বুদ্ধ করবে এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে বেগবান করবে।

তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশে নারীদের অবস্থা আতঙ্কজনক। তারা ঘর থেকে বাইরে বেরুলে নিরাপদে ফিরবেন তার কোন নিশ্চয়তা নেই। তিন বছরের শিশু ধর্ষকদের লালসার শিকার হচ্ছে। বাসে ধর্ষিত হচ্ছেন। কাজ শেষে বাসায় ফেরার পথে ধর্ষিত হচ্ছেন কর্মজীবী শ্রমজীবী নারীরা। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় নৈতিকতার অধঃপতন এর জন্য দায়ী। নারীদের প্রতি এ বৈষম্যের অবসানের জন্য অক্টোবর বিপ্লবের পথে হাঁটতে হবে নারী সমাজসহ সকল প্রগতিশীল মানুষকে।

সমাবেশে বাসদ এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড খালেকুজ্জামান বলেন, ১৯১৭ সালের ৭ নভেম্বর রুশ দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হয়েছিলো। সে অনুযায়ী এ বছর ৭ নভেম্বর বিপ্লবের এক শ বছর পূর্তি হবে। রাশিয়ার পুরোনো ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ৭ নভেম্বর ছিল ২৫ অক্টোবর। সে জন্য সারাবিশ্বে এটা অক্টোবর বিপ্লব নামে পরিচিত। সারাবিশ্বে অক্টোবর বিপ্লবের শতবর্ষ উপলক্ষ্যে নানা কর্মসূচি পালিত হচ্ছে, বাংলাদেশে ৬ অক্টোবর থেকে ৭ নভেম্বর পর্যন্ত লাগাতার কর্মসূচি ঘোষণা দিয়ে আজ আমরা উদ্বোধন কর্মসূচিতে উপস্থিত হয়েছি।

আজকে যদি যুদ্ধের হাত থেকে বিশ্বের মানুষকে বাঁচাতে হয়, সাম্রাজ্যবাদের ছোবল থেকে যদি জাতীয় সম্পদ ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে হয়, ঘরে-বাইরে নির্যাতন-নিপীড়ন থেকে মুক্ত হয়ে নারীদের ইজ্জত-সম্ভ্রম নিয়ে যদি বাঁচতে হয়, বেকারত্ব-দারিদ্রের অভিশাপ থেকে, ধনী-দরিদ্রের বৈষম্যের করালগ্রাস থেকে যদি জীবন রক্ষা করতে হয়; সন্ত্রাস-সাম্প্রদায়িকতা, আঞ্চলিকতা-বর্ণবাদীতা, ভোগবাদী আত্মকেন্দ্রিকতা মুক্ত যৌথ মানবিক সমাজের বন্ধন যদি তৈরি করতে হয়, শ্রমজীবী মানুষকে যদি শ্রমের মর্যাদাসহ মৌলিক, গণতান্ত্রিক অধিকার নিয়ে মানুষ হিসেবে বাঁচতে হয়–এককথায় ধ্বংসের হাত থেকে যদি সভ্যতা রক্ষা করতে হয়, তা হলে সমাজতন্ত্রের কোন বিকল্প নেই।

রাশিয়ায় যখন সমাজতন্ত্র ছিল, আর আজকে যখন নেই–এই দুই সময়ের পার্থক্য দিয়েই পরিষ্কার চিত্র বুঝা যায়। রাশিয়ায় যখন সমাজতন্ত্র ছিল, তখন তারা সারা দুনিয়ার সামনে দাঁড়িয়ে বলতে পেরেছিল, রাশিয়ায় বেকার নাই, ভিক্ষুক নাই, পতিতা নাই। আজ পর্যন্ত পুঁজিবাদী কোন দেশ এই ঘোষণা দিতে পারেনি। পৃথিবীর সবচেয়ে সমৃদ্ধশালী পুঁজিবাদী দেশ আমেরিকা–সেই দেশে বেকার আছে, ভিক্ষুক আছে, পতিতা আছে। আমেরিকা এবং ইংল্যান্ড গণতন্ত্রের সূতিকাগার দাবি করে। তারা ভুলে যায় ১৯১৭ সালেও তাদের দেশে নারীদের ভোটের অধিকার ছিল না। বিপ্লবের এক বছর পর ১৯১৮ সালে রাশিয়ার নারীদের ভোটাধিকার দেয়া হয়েছিলো আর ১৯২০ এবং ১৯২৮ সালে ইংল্যান্ড-আমেরিকায় নারীদের ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়।

তিনি আরও বলেন, সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার শ্লোগান দিয়ে ফরাসি বিপ্লব হয়েছিল, মনীষী কার্ল মার্কস বলেছিলেন–অর্থনীতিতে যদি শোষণ-বৈষম্য থাকে, সমাজে সাম্য আসতে পারে না। শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বলবৎ রেখে সাম্যের বাণী প্রহসনে পরিণত হবে। হয়েছেও তাই। আর গণতন্ত্র সম্পর্কে কমরেড লেনিন বলেছিলেন, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় বুর্জোয়া গণতন্ত্র হলো কয়েক বছর পর পর শাসক শ্রেণির কোন অংশ জনগণের ওপর শাসন-শোষণ চালাবে তার অনুমোদন নেয়ার ব্যবস্থাপত্র। আমেরিকায়, ধনকুবের তেল কোম্পানি-অস্ত্র কোম্পানির মালিকদের হাত থেকে ক্ষমতা যাবে জাহাজ-গাড়ি-সফটওয়ার কোম্পানির হাতে, আবার গাড়ি-সফটওয়ার ও জাহাজ কোম্পানির হাত থেকে ক্ষমতা যাবে তেল কোম্পানি ও অস্ত্র কোম্পানির হাতে–এভাবে চলছে দ্বি-দলীয় গণতন্ত্র। গণতন্ত্রে জনগণের ক্ষমতায়নের কথা বলা হয়। অথচ বুর্জোয়া গণতন্ত্রে জনগণ ক্ষমতাহীন হয়, আর পুঁজিপতি শ্রেণি ক্ষমতাবান হয়। সমাজতন্ত্রে শ্রমজীবী-মেহনতি জনতা ক্ষমতাবান হয়, পুঁজিপতি শ্রেণি ক্ষমতাহীন হয়ে যায়। শাসকরা এই পার্থক্য মানুষের কাছ থেকে আড়াল করার চেষ্টা করে।

কমরেড খালেকুজ্জামান বলেন, বাঙালির স্বাধীনতার চেতনা একদিনে জন্ম নেয়নি। ২৩ বছর ধরে মানুষ স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে, ২২ পরিবারের শোষণের বিরুদ্ধে, ধর্মের নামে ভণ্ডামির বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যবাদের কাছে নতিস্বীকারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে এই চেতনার জন্ম দিয়েছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনে দুইটা বাংলাদেশের চিত্র ছিলো। একটা ছিলো পাকিস্তানি উপনিবেশ ও ২২ পরিবার রক্ষা করার বাংলাদেশ–আরেকটা হলো স্বাধীনতা, জনগণের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা, ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার, সাম্রাজ্যবাদের প্রভাবমুক্ত স্বাধীন জাতি বিকাশের জাতীয়তাবাদ, শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করার বাংলাদেশ। একদিকে রাজাকার-হানাদার, আরেক দিকে স্বাধীনতাকামী সাড়ে সাত কোটি বাঙালি।

স্বাধীনতার আগে ১৯৭০ সালে বামপন্থিদের পিছনে ফেলার জন্য, আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশের প্রস্তাব পাশ করেছিল। ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ পল্টনের জনসভায় স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ করা হয়েছিল। তাতে শ্রমিকরাজ, কৃষকরাজ কায়েম করার অঙ্গীকার ব্যক্ত হয়েছিল। ১০ এপ্রিল প্রবাসী সরকার তিনটি লক্ষ্য : সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার এর ঘোষণা দিয়ে যুদ্ধ শুরু করেছিলো। স্বাধীনতার ৪৬ বছর পর বুর্জোয়া শ্রেণি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা-আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে পুঁজিবাদের পথে দেশ পরিচালনার ফলে আজকে তার বিপরীত পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে। ১৯৭১ সালে মানুষ যখন স্বাধীনতার চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে যুদ্ধরত, তখন বাঙালি কোন যুবক কোন নারীকে ধর্ষণ করেনি। স্বাধীনতাকামী কোন বাঙালি কোন বাঙালিকে হত্যা করেনি। রাজাকার, আল-বদর আর পাকিস্তানি বাহিনী মানুষকে হত্যা করেছে, নারীকে ধর্ষণ করেছে, বাড়িঘরে আগুন দিয়েছে। ওই নয় মাস মজুদদারি, আড়তদারি ছিলো না। কিন্তু আজকে এই সবই স্বাধীন বাংলাদেশে চলছে–পুঁজিবাদী পথে দেশ চললে এগুলোই হয়।

আজকে রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র নাই। কেন? কারণ, প্রত্যেকটি বিষয় চলার একটা নিয়ম আছে। মানুষের শরীরে গরুর রক্ত ঢুকিয়ে দিলে মানুষ বাঁচবে না; সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পুঁজিবাদী নিয়ম চালু করলে সমাজতন্ত্র বাঁচতে পারে না। রাশিয়া সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পুঁজিবাদী নিয়ম চালু করেছিল এই কারণে সেখানে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা টিকতে পারেনি।

আজকে ইউরোপ-আমেরিকায় হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় নামছে। ১ ভাগ বনাম ৯৯ ভাগ মানুষের সংগ্রাম চলছে। সব জায়গায় সমাজতন্ত্রের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। বলা হয় সোভিয়েত ইউনিয়ন। সোভিয়েত কী? সহজ কথায় বললে অনেকটা সংগ্রাম কমিটি। রাশিয়াতে কৃষক-শ্রমিক-সৈনিক-ছাত্রজনতার যে সংগ্রাম কমিটি হয়েছিলো তার নাম সোভিয়েত। ফলে বাংলাদেশেও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে–গ্রাম-ইউনিয়ন-জেলায়, কারখানা-ক্ষেতখামার, অফিস-আদালত, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমস্ত জায়গায় সংগ্রাম কমিটি গড়ে তুলতে হবে। এগুলো গণতান্ত্রিক সংগ্রামের পথ বেয়ে সমাজতন্ত্রের চেতনায় গড়ে ওঠবে। ১৯৬৯ সালে আমাদের দেশেও সংগ্রাম কমিটি গড়ে ওঠেছিলো কিন্তু শ্রমজীবী মানুষের শক্তি নির্মাণে সেটাকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে না পারার কারণে এক সমর নায়কের হাত থেকে আরেক সমর নায়কের হাতে ক্ষমতা গেছে, জনগণের হাতে আসেনি। ৮০ দশকেও সামরিক স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কমিটি গড়ে ওঠেছিলো। সেখানে ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক-নারী, সংস্কৃতিকর্মী, শিল্পী-সাহিত্যিক, আইনজীবী, কৃষিবিদ, ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার, পেশাজীবীদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামী হাতিয়ারগুলো গড়ে উঠেছিলো। কিন্তু বুর্জোয়া চক্রান্তে জনগণের সংগ্রামের হাতিয়ার ধ্বংস করা হয়েছে। ফলে আগামী দিনে প্রত্যেক জায়গায়–প্রাতিষ্ঠানিক-অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত মানুষ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা-গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন মানুষ, গ্রাম থেকে শহর পর্যন্ত সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ–পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ, জোতদার-মহাজন-প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। একদিকে পুঁজিপতি শ্রেণি আরেক দিকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সম্পন্ন শ্রমিক-কৃষক-ছাত্রজনতা, শোষিত শ্রেণি দাঁড়াবে।

কমরেড খালেকুজ্জামান বলেন, শাসকরা ২০৩০ থেকে ৪১ সাল পর্যন্ত শোষণের স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখে–আমরা বলি ততদিনে তাদের স্বপ্নভঙ্গ হবে। অক্টোবর বিপ্লবের শিক্ষা, দেশের জনগণের বিগত দিনের সংগ্রামের শিক্ষাকে ধারণ করে, সোভিয়েতের মতো সংগ্রামের হাতিয়ার নির্মাণ করে, বাংলাদেশেও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করবে জনগণ। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে পুঁজিবাদ, সামন্তবাদকে ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করেছিলো; এই শতাব্দীর শেষেরকালে হয়তো পুঁজিবাদকে ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করে সাম্যবাদের লক্ষ্যে দেশে দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে। সাম্যবাদ মানুষকে চূড়ান্ত মুক্তি দিবে আর সেই লক্ষ্য অর্জনে সমাজতন্ত্র প্রথম ধাপ, মানবজাতি সেই পথে অগ্রসরমান। মুক্তি আমাদের হবেই।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সিপিবি'র সাধারণ সম্পাদক কমরেড মো. শাহ আলম, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড সাইফুল হক, তেল-গ্যাস-বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির সদস্য সচিব অধ্যাপক আনু মুহম্মদ, জাতীয় গণফ্রন্টের সমন্বয়ক টিপু বিশ্বাস, বাসদ(মার্কসবাদী)'র কেন্দ্রীয় নেতা

কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী, গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক জোনায়েদ সাকি, ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগের সাধারণ সম্পাদক মোশাররফ হোসেন নান্নু, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোশরেফা মিশু, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের আহ্বায়ক হামিদুল হক, বাসদ (মাহবুব)'র নেতা শওকত হোসেন, গরিব মুক্তি আন্দোলন-এর আহ্বায়ক শামসুজ্জামান মিলন, গণমুক্তি ইউনিয়নের নাসিরউদ্দিন নাসু ।

সমাবেশে ঢাকা এবং আশপাশের এলাকা থেকে বামপন্থি আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ রঙ্গিন ব্যানার, ফেস্টুনসহকারে মিছিল নিয়ে সমাবেশে যোগ দেয়।

বক্তব্য পর্ব শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে অক্টোবর বিপ্লব শতবর্ষ উদ্‌যাপন সাংস্কৃতিক পর্ষদের শিল্পীবৃন্দ। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশনার পূর্বে বক্তব্য রাখেন পর্ষদের আহ্বায়ক হয়দার আনোয়ার খান জুনো। পরিচালনা করেন অন্যতম আহ্বায়ক মফিজুর রহমান লালটু।